মাটির ঘর

মাটির ঘরের বরকতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী

মহান আলহ্ তায়ালার ইরশাদঃ সে-ই তো কামিয়াব হবে, যে আত্মশুদ্ধি করে। (সূরা আ'লা-১৪)

যেমন শারীরিক রোগের কষ্ট থেকে মুক্তির আশায়
দুর-দুরান্তের, দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে যায়
তেমনই রূহানী রোগের ধ্বংস হতে মুক্তির আশায়
ছুটতে থাকলাম দুর হতে বহু দুরে,
চলতে থাকলাম অবিরাম ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে
ছোট-বড়, উচু-নিচু পর্বত পার হয়ে একটুখানি আলোর আশায়
নামী-দামী বড় বড় দরবারে হাজির হলাম,
কিন্তু আমার রূহানী চিকিৎসার আশার আলো মরিচীকার মত দেখলাম।
এটা শুধুই আমার দুর্বলতা ও দুর্ভাগ্যের আছর
শিক্ষকতায় জীবন কেটে গেল প্রায় ত্রিশ বছর।
রূহানী রোগের তীব্রতায় অধীর হয়ে
ঘুরতে থাকলাম একটু খানী আলোর আশায়,
অবশেষে দয়াময় আলহ্ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে
এই অধমকে পৌছে দিলেন মাটির ঘরে।
সে ঘরে প্রবেশ করে অনুভব করলাম অনাবিল শান্তি,
ডাঙ্গা থেকে মাছ পানিতে প্রবেশ করে পায় যেমন শান্তি।
দীর্ঘ দিনের অবিরাম পথ চলার কষ্টের সুফল
বুঝতে পারলাম প্রবেশ করে মাটির ঘরে।
এক জগ পানির চেয়ে এক কাপ দুধের মূল্য অনেক বেশী,
পিপাসিত ব্যক্তির কাছে এক ঢোক পানি তার চেয়েও বেশী উপযোগী।
তাই আমার জন্য উপযোগী হিসেবে পরিগণিত হল এই মাটির ঘর।
যখনই অসুস্থ হই তখনই হাজির হই মাটির ঘরে
দূরীভুত হয়ে যায় সকল অসুবিধে এক নিমিষে।
রূহানী রোগের ধ্বংস থেকে মুক্তি পেয়ে শান্ত হলাম
অতঃপর রূহানিয়্যাতের পথ উন্মুক্ত হয়ে,
অনুভব হতে থাকে শ্রেষ্ঠ উম্মাতের মর্তবার কথা,
আরও অনুভব হতে থাকে অতীতে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির ব্যাথা।
বারে বারে তাই মনে পড়ে দায়িত্বের প্রতি অবহেলার কথা,
অতঃপর মনের মাঝে আশা-আকাংখায় ব্যাকুল হয়ে উঠে
হামিলে কুর-আনের মর্তবা হাসিলের।
বারে বারে তাই হাজির হই মাটির ঘরে।
ঘুরতে ছিলাম হাফিজে কুর-আনের গর্বভরে
ভেবেছিলাম আমরাই যেন স্বর্গের উপরে
ভেবেছিলাম নিজেকে আমরা হাফিজে কুর-আন
ভুলেছিলাম মোদের আদি মান-সম্মান
ছিলনা মোদের জানা আপন মর্যাদার কথা
আসলে আমরা হামিলে কুর-আনের হোতা
জানা ছিলনা ছাহিবে কুর-আনের সাথে সম্পর্কের কথা
ছিলনা মোদের মনের মাঝে তার কোন আশা

তাই ইচ্ছাও হয়নি সে সম্পর্ক হাসিলের তরে
যাহা হাসিল হয়েছে হাজির হয়ে মাটির ঘরে।
হামিলে কুর-আনের মর্তবা হাসিলের তরে,
প্রশিক্ষণ গ্রহনের অনুমতি মিলে এই মাটির ঘরে।
অতঃপর মালিকে কুর-আনের অনুগ্রহে
ফিরে পেলাম হাদীসের সন্ধান হামিলে কুর-আনের
পরিশেষে দয়াময় আলহ্ তায়ালার অনুগ্রহে
ছাহিবে কুর-আন হুজুর (সাঃ) এর পক্ষ থেকে
রূহানী বার্তায় এই শান্তির বাণী মিলে
অর্থাৎ "ওয়া আলাইকুমুস্ সালামু ইয়া উম্মাতী"
এই শান্তির বাণীর বরকত হাসিল করে
শুকরিয়া স্বরূপ বারে বারে তাই হাজির হই মাটির ঘরে
আজও আমরা হাজির হয়েছি এই সেই মাটির ঘরের আঙ্গিনায়
দয়াময় আলহ্ তায়ালার কাছে আন্তরিক আকুতি জানাই
বারে বারে যেন হাজির হতে পারি এই মাটির ঘরে।
সে ঘরে আলোর চেরাগ যিনি, হাকীমুল হুফ্ফাজ তিনি
হাফিজ লুৎফুর রহমান নামে সবাই তাঁকে স্বরণ করি।
হামিলে কুর-আনের মর্তবা হাসিলের, প্রতিষ্ঠাতা তিনি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের,
আশ্‌রাফুল উলুম মাদ্রাসা, আলাইপুর, নাটোরের।
তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিদায় কালে আজ
ভারাক্রান্ত মনে স্মরণে এলো সেই চিররীতির সাজ।
যেদিন চিরবিদায় দিয়ে জগৎবাসী, সবাইকে করবে হাজির মাটির ঘরে
তাই প্রাসাদ থেকে নামিয়ে আনবে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে,
অতঃপর নীরবে শান্তভাবে রেখে আসবে মাটির ঘরে।
এই মিছে দুনিয়ার পিছে পড়ে, কবরের কথা ভুলেছি সকলে
যেদিন আজরাঈল এসে মারবে থাবা, রক্ষা পাবেনা কেহ সেদিন পড়বে ধরা।
টাকা-পয়সা, জমি-জমা, সবই ছেড়ে, কবরে যেতে হবে সব রেখে
অল্প জায়গাতে মাটির ঘর বানিয়ে, রাখবে সেদিন সবাই যত্নকরে।
অতঃপর আখেরাতের জীবন শুরু হবে সেই মাটির ঘরে।
ওয়াস্ সালাম, সকলের প্রতি বর্ষিত হোক অগণিত সালাম।

নীতি কথা

কোন্ খাদ্যে সুস্থতা কোন্ পোষাকে সৌন্দর্যতা
কোন্ কাজে সম্মান নাই যার অনুমান
মানুষ নামে সে হুনুমান

আমরা ছিলাম হুনুমান, ছিলনা মোদের অনুমান। মাটির ঘরে পৌছলাম, ফিরে পেলাম সম্মান।

আরজ গুজার
আদর্শ হিফ্জ খানার প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ